ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।

এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান, অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ সংযুক্ত থাকবে। এই মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্টধারীর

বায়োগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক (ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি) তথ্য সংরক্ষণ করা হবে, যাতে পাসপোর্টধারীর পরিচয় নিশ্চিত করা যায়।

এ ছাড়া ই-পাসপোর্টে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা ফিচার থাকবে। বর্তমানে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ডেটাবেইসে যেসব তথ্য আছে, তা ই-পাসপোর্টে স্থানান্তর করা হবে।

ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

সূত্র জানায়, জার্মানি থেকে এরইমধ্যে ই-পাসপোর্টের প্রিন্ট কপি দেশে চলে এসেছে। জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লাখ ই-পাসপোর্ট বই জার্মানি থেকে প্রিন্ট করিয়ে সরবরাহ করবে। এরপর থেকে ই-পাসপোর্ট বাংলাদেশে প্রিন্ট করা হবে। সে জন্য রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ওই কারখানা থেকে ই-পাসপোর্ট ছাপানো অব্যাহত থাকবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ই-পাসপোর্ট সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। চার ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি লাগবে।

ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি ৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ ৩ হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ৬ হাজার ৯০০ টাকা।
সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে।

নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই সরবরাহ করা হবে। পাসপোর্ট হবে ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠার। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের। সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে

পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে।

জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা ৩ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট ২ দিনে, জরুরি পাসপোর্ট ৩ দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। ৪৮ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৩ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি ৫ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৫ হাজার টাকা, জরুরি ফি ৭ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৫ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি ৭ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৭ হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকরা সাধারণ ও জরুরি পাসপোর্ট পেলেও তারা অতি জরুরি আবেদন করতে পারবেন না। সাধারণ আবেদনকারীকে ৫ বছর মেয়াদের ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে ১০০ মার্কিন ডলার এবং জরুরি পাসপোর্ট পেতে ১৫০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে।

একই পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট পেতে খরচ করতে হবে ১২৫ মার্কিন ডলার ও ১৭৫ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা। ৬৪ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য সাধারণ ফি ১৫০ মার্কিন ডলার এবং জরুরি ফি ২০০ মার্কিন ডলার।

একই পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিককে সাধারণ ফি বাবদ ১৭৫ মার্কিন ডলার এবং জরুরি পাসপোর্ট বাবদ ২২৫ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা দিতে হবে। তবে বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই ফি কমানো হয়েছে।

বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের ৫ বছর মেয়াদি ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে সাধারণ আবেদনে ৩০ মার্কিন ডলার ও জরুরি ক্ষেত্রে ৪৫ মার্কিন ডলার এবং ১০ বছর মেয়াদে ৫০ মার্কিন ডলার ও

৭৫ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে।

৬৪ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে এ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ বছরের জন্য ১৫০ ডলার ও ২০০ ডলার এবং ১০ বছরের জন্য ১৭৫ ডলার এবং ২২৫ ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা। তবে সাধারণ বসবাসকারী, শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের এসব ফির সঙ্গে দূতাবাস প্রদত্ত সারচার্জও যুক্ত হবে।

ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান জানান, ই-পাসপোর্ট নিয়ে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছি। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পরই ই-পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

“আলোর পথে আমরা, সংগঠনের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের সহায়তা প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি খোকসা গ্রামের “আলোর পথে আমরা” সংগঠনের পক্ষ থেকে, খোকসা গ্রামের মো: জমু খাঁ কে, তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মোট ৬৭২০/= টাকা প্রদান করা হয়।
উক্ত অর্থ প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, আলোর পথে আমরা সংগঠনের, সম্মানিত সভাপতি মো: আরিফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো: আকাশ খাঁন, সাধারণ সম্পাদক মো: সাকিল খাঁন, অর্থ সম্পাদক মো: মোবারক খাঁন, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মো: তারিকুল ইসলাম, প্রচার সপমাদক মো: হামিম থান্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: সাজিবুল ইসলাম, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মো: জি. এস জুয়েল, উপদেষ্টা মো: সিদ্দিকুর রহমান, মো: আজিজুল হক, মো: শামছুজ্জোহা, মো: মহিবুল শেখ, মো: সাজ্জাদ খাঁন, মো: রাকিবুল ইসলাম (রুবেল) ও মো: মেহের খাঁন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।
এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান, অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ সংযুক্ত থাকবে। এই মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্টধারীর বায়োগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক (ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি)

- নিজস্ব প্রতিবেদক

জেলা প্রশাসকের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

মাদক মামলায় ২ বছর জেল খাটার পর বের হওয়ার সময় নতুন রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সিয়াম উদ্দিন। সিয়ামকে পুর্নবাসন করার জন্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি এই উদ্যোগ গ্রহন করেন।
গতকাল বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলগেটে তাকে ফুলের তোড়া এবং একটি নতুন রিক্সা তুলে দেয়া হয়। সিয়াম মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো: তৌফিক রহমান উপস্থিত থেকে সিয়ামের হাতে রিকশা তুলে দেন।
এ সময় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের ফজলে রাব্বি, জেল সুপার এ কে এম কামরুজ্জামান, জেলার শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি জেলার মাসুদ রানা, সিয়ামের পিতা সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের সেকেন্দার আলী সহ জেলখানা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে কারামুক্তির পর সিয়াম নতুন রিক্সা পেয়ে বলেন, জীবনে আর কোন দিন খারাপ কাজ করবো না।
উল্লেখ্যে, ৯ গ্রাম হেরোইন রাখার দায়ে ২০১৮ সালের ১১সেপ্টেম্বর আদালত সিয়ামকে ২ বছরের সশ্রম কারাদ- দেন। জেলখানায় ভালো আচরণ করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ তার ৩ মাস ২৪ দিন সাজা মওকুফ করেন। -নিজস্ব প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় ক্লিনিক মালিকসহ তিন জনের ৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ২ জনকে সরকারি জায়গা- ফুটপাত দখল করে ব্যাবসার করার অপরাধে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে, এবং আলমডাঙ্গার একটি অবৈধ ক্লিনিক মালিক কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিক সিলগালা করে দিয়েছে।
গতকাল বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী স্থানীয় সরকার পৌর সভা আইনে আলমডাঙ্গা বাজারের মাছের বাজার, তহহাট, চালের বাজার, ফলের হাটে সরকারি জায়গা দখল করে ব্যাবসা করার কারনে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করার অপরাধে গত এক সপ্তাহ আগে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে সরকারি জায়গা ছেড়ে দিতে সকলে আল্টিমেটাম দিয়ে আসে।
গতকাল এক সপ্তাহ শেষে অভিযান চালিয়ে ১৭ জনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল এবং বাকি ব্যাবসায়িদের ফুটপাত ও সরকারি দখলকৃত জায়াগা ছেড়ে দিতে বলে যান।
গতকাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী সকাল ১০ টার দিকে বাজারে অভিযান চালান। এ সময় হলুদ পটির মীর ক্রোকারিজের মালিক সরকারি জায়গা ও ফুটপাত দখল করে ব্যাবসা করার অপরাধে স্থানীয় সরকার আইনে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, বনিক সমিতির সম্পাদক মীর শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
এ ছাড়াও বাজারে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে সকলকে আবারও এক সপ্তাহ সময় দেন, এর মধ্যে সরকারি দখল কৃত জায়গা থেকে মালামাল সরিয়ে নিতে বলেন। বেলা ১১ টার দিকে হারদী সততা ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে তাদের কোন বৈধ কাগজ পত্র না থানায় ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সহ ক্লিনিক সিলগালা করে দেন, এবং ক্লিনিক মালিক কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে তেল পাম্প মালিক সমিতির সাথে জেলা পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

মেহেরপুরে তেল পাম্প মালিক সমিতির সাথে জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি মতবিনিময় সভা করেছেন।
গতকাল বুধবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান সহ মেহেরপুর জেলার সকল তেল পাম্পের মালিকগণ।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

দামুড়হুদার মোক্তারপুর ইট ভাটায় ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুরে অবস্থিত রেড ব্রিকস নামের একটি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ টাকা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাব্বির আহমেদ এবং আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
রেড ব্রিকস-২’কে লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা এবং জ্বালানী হিসেবে কাঠ ব্যবহারের অপরাধে এক লক্ষ টাকা অর্থদ- প্রদান করে। -কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

-[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

থেকে গ্রামেও বিক্রি করছেন পতাকা। শিশু কিশোরদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে জানানো হচ্ছে স্বাধীনতার গৌরবউজ্জল ইতিহাস। তাদের কে প্রশ্ন করেন অনেক কিশোর ।

পতাকার রং ও নির্মাণ কৌশল নিয়েও প্রশ্ন করা হলে নতুন প্রজন্মকে জানায় পতাকার মাহত্ব্য। বছরে তিনবার পতাকা বিক্রি করে লাভ হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। একেকজন পতাকা বিক্রেতার পতাকা বিক্রি ছাড়াও আরো পেশা আছে। তবে সময় হলেই বেরিয়ে পড়েন পতাকা বিক্রির কাজে। বিক্রেতা সুমন জানায়, আমাদের অন্য পেশা থাকলেও পতাকার টানে ছুটে চলা গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। পয়সা রোজগার নয়, পতাকার বহর কাঁধে নেবার মজাটায় আলাদা। পতাকা বিক্রি করি বলে সকলে ডাকে এই পতাকা ওয়ালা।

তখন অনেক গর্ব হয় আমি এক পতাকাওয়ালা। গাংনী বাজারের পতাকা ক্রয় করতে আসা সেন্টু জানায়, দামটা মুখ্য নয়,হাতের নাগালে পতাকা পাওয়াটাই খুব ভাল লাগছে। ১৬ ডিসেম্বর বাচ্চাদের হাতে পতাকা তুলে দেব বলেই পতাকা সংগ্রহ করে রাখলাম। পতাকা হাতে নিয়ে আমার ছেলে যাবে বিজয় দিবসের বিজয় র্যালীতৈ।

- আকতারুজ্জামান. গাংনী

চুয়াডাঙ্গায় বিষাক্ত মদ পানে এক যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় বিষাক্ত মদ পানে শরিফুল ইসলাম লাল্টু (৪৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাত একটার দিকে মারা যান তিনি। নিহত লাল্টু চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সাতগাড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

তিনি আলমডাঙ্গার আইলহাস গ্রামের জাভেদ বিশ^◌াসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, লাল্টু মঙ্গলবার রাতে মদ পান করে অচেতন অবস্থায় গ্রামের একটি মাঠে পড়ে ছিলো। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সৌরভ হোসেন জানান, লাল্টু আগে থেকেই মাদকাসক্ত ছিলো। মঙ্গলবার রাতে আশংকাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হয়। পরে রাত একটার দিকে মারা যান তিনি।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি